বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ২০১১-২০১২

প্রথম খন্ড

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

[প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন
বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের
২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরের
হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১১-২০১২

প্রথম খন্ড

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন
বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্ড়বাহিনীসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের
২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩-৫
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৭
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৯
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	১১
৮.	অডিটের সুপারিশ	১৩
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	১৫
১০.	Abbreviation & Glossary	১৭
১১.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১ ঃ** কাজ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,০০,০০,০০০/- টাকা।	১৮
১২.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-২ ঃ** কম্পিউটারে তৈরীকৃত ঠিকাদারের ভুয়া ভাউচার সর্বস্ব বিলের মাধ্যমে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ করায় সরকারের ৯৩,০০,০০০/- টাকা ক্ষতি ।	১৯
১৩.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-৩ ঃ** সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন কর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দাবি ও আদায় না করায় সরকারের মোট ৪,৫৬,৪২,১২০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	২০
১৪.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-৪ ঃ** ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে বিভিন্ন ফি বাবদ আদায়কৃত ২,২০,৪৯,৩০০/- টাকা সরকারি খাতে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২১
১৫.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-৫ঃ** নির্মাণ কাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাট কম হারে আদায় করায় সরকারের ১,২৮,১৪,৫০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	২২
১৬.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-৬ ঃ** বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিল অনাদায়ের ফলে **৫৬,০০,৯০৬/-** টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২৩
১৭.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-৭ ঃ** ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ আদায় না করায় সরকারের ৪৪,৬০,৪৪০/- টাকা ক্ষতি।	২৪
১৮.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-৮ ঃ** প্রাধিকার বহির্ভূত ব্যক্তিগত এসি ব্যবহারকারী সামরিক কর্মকর্তাগণের নিকট হতে সরকারি রেটের স্থলে কম হারে বিদ্যুৎ বিল আদায় করায় সরকারের ২,২৯,৯৯,৭৪২/- টাকা ক্ষতি।	২৫
১৯.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-৯ ঃ** নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদারকে উর্ধ্বহারে সিপিসি প্রদান করায় সরকারের ৩৪,৪৪,৬৭৪/- টাকা ক্ষতি।	২৬
২০.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১০ ঃ** নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সিমেন্টের মূল্য স্টক বুক রেটে ইস্যু ও আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি ৬১,০৮,৫৪৬/- টাকা ।	২৭
২১.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১১ ঃ** চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিলম্ব জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি ২,২৮,৬৪,১৩১/- টাকা।	২৮
২২.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১২ ঃ** সরকারি অর্থে মালামাল ক্রয় করে উহা ব্যবহার না করে ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষণা করায় ক্ষতি ২৫,০১,৬৪,২৫৮/- টাকা।	২৯
২৩.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩ ঃ** ৪ মাস মেয়াদি নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ দেয়ার ০৫দিন পর অনিয়মিতভাবে ৯১.৬৭% কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ৩৮,৩২,০০০/- টাকা অগ্রিম পরিশোধ করা হয়েছে, যা অনিয়মিত ব্যয়।	৩০
২৪.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১৪ ঃ** এমবিতে ডি-ফর্মড রডের মাপ অতিরিক্ত রেকর্ড করে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ১৫,৭৫,৯৭২/- টাকা ক্ষতি ।	৩১
২৫.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১৫ ঃ** এ-ইন-ইউ খাতের অর্থে অনিয়মিতভাবে মেশিনারি ও অফিস ইকুইপমেন্ট সামগ্রী ক্রয় করায় সরকারের ২৩,২২,৪২৬/- টাকা ক্ষতি।	৩২
২৬.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১৬ ঃ** এটিজি খাতে বরাদ্দকৃত টাকায় পূর্ত কাজ সম্পন্ন করায় অনিয়মিত ব্যয় ১,১৮,০০,০০০/- টাকা।	৩৩
২৭.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১৭ ঃ** বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল হতে আয়কর কর্তন না করায়/কম হারে কর্তন করায় সরকারের ৪৯,৫৪,৬৮৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।	৩৪
২৮.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১৮ ঃ** T.O & E এর অতিরিক্ত অস্থায়ী শ্রমিক (Daily Labour) নিয়োগ দেখিয়ে ৮৩,৫৯,১৬০/- টাকা সরকারের ক্ষতি।	৩৫

২৯.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-১৯ ঃ** পি পি আর ২০০৮ অনুসরন না করে ক্রয় কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয় ৪৭,০৩,৬৩০/- টাকা।	৩৬
৩০.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-২০ ঃ** সরকারি ভবনের উপর স্থাপিত গ্রামীন ও বাংলা লিংক মোবাইল ফোন টাওয়ারের ভাড়া সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি ৭,৯৩,৫০০/- টাকা।	৩৭
৩১.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-২১ ঃ** পি এস আই মার্কেটের দোকান হতে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি ২৬,৭৮,৪০০/- টাকা।	৩৮
৩২.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-২২ ঃ** সেনানিবাসের জমি লীজ বাবদ প্রাপ্ত ৩,১০,২১,৩১৪/- সরকারি খাতে জমা না করায় ক্ষতি।	৩৯
৩৩.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-২৩ ঃ** বাজার মূল্য যাচাই না করেই অস্বাভাবিক উচ্চ রেইটে ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করায় ১২,৪৩,২০৭/- টাকা সরকারের ক্ষতি।	৪০
৩৪.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-২৪ ঃ** সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত বিল্ডিং মেরামত/সংস্কার করায় সরকারের ২১,৬৯,০১৬/- টাকা ক্ষতি।	৪১
৩৫.	**অনুচ্ছেদ নম্বর-২৫ ঃ** চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও মেশিনারী ও স্পেয়ার পার্টস ক্রয় করায় ক্ষতি ৯০,৩৭,৫৩১/- টাকা।	৪২
৩৬.	**মহাপরিচালকের স্বাক্ষর**	৪২

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

মাসুদ আহমেদ

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

তারিখ ঃ ১৪/০২/১৪২২ বঙ্গাব্দ

২৮/০৫/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনী সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনাপূর্বক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, হিসাব রক্ষণে অনিয়ম, অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা, চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম, রাজস্ব আয় নির্ধারিত খাতে জমা না করা, অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে, বিধি-বিধান প্রতিপালনে সতর্কতার অভাব ইত্যাদি কারণে অনিয়মসমূহ সংঘটিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রতিরক্ষা সার্ভিসের বিভিন্ন ইউনিট ফরমেশন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি বিধি-বিধান প্রতিপালনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আরও নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

ঢাকা ২৭/১১/১৪২১ বঙ্গাব্দ

তারিখ ঃ ১১/০৩/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

মোঃ গোলাম মোস্তফা

মহাপরিচালক

প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	কাজ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	১,০০,০০,০০০/-
২	কম্পিউটারে তৈরীকৃত ঠিকাদারের ভূয়া ভাউচার সর্বস্ব বিলের মাধ্যমে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ।	৯৩,০০,০০০/-
৩	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন কর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দাবি ও আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৫৬,৪২,১২০/-
৪	ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে বিভিন্ন ফি বাবদ আদায়কৃত টাকা সরকারি খাতে জমা না করায় ক্ষতি।	২,২০,৪৯,৩০০/-
৫	নির্মাণ কাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাট কম হারে আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,২৮,১৪,৫০০/-
৬	বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিল অনাদায়ের ফলে সরকারের ক্ষতি।	৫৬,০০,৯০৬/-
৭	ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি।	৪৪,৬০,৪৪০/-
৮	প্রাধিকার বহির্ভূত ব্যক্তিগত এসি ব্যবহারকারি সামরিক কর্মকর্তাগণের নিকট হতে সরকারি রেটের স্থলে কম হারে বিদ্যুৎ বিল আদায় করায় সরকারের ক্ষতি।	২,২৯,৯৯,৭৪২/-
৯	নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদারকে উর্ধ্বহারে সিপিসি প্রদান করায় সরকারের ক্ষতি।	৩৪,৪৪,৬৭৪/-
১০	নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সিমেন্টের মূল্য স্টক বুক রেটে ইস্যু ও আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৬১,০৮,৫৪৬/-
১১	চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিলম্ব জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি।	২,২৮,৬৪,১৩১/-
১২	সরকারি অর্থে মালামাল ক্রয় করে উহা ব্যবহার না করে ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষণা করায় সরকারের ক্ষতি।	২৫,০১,৬৪,২৫৮/-
১৩	৪ মাস মেয়াদি নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ দেয়ার ০৫দিন পর অনিয়মিতভাবে ৯১.৬৭% কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ৩৮,৩২,০০০/- টাকা অগ্রিম পরিশোধ করা হয়েছে, যা অনিয়মিত ব্যয়।	৩৮,৩২,০০০/-
১৪	এমবিতে ডি-ফর্মড রডের মাপ অতিরিক্ত রেকর্ড করে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ।	১৫,৭৫,৯৭২/-
১৫	এ-ইন-ইউ খাতের অর্থে অনিয়মিতভাবে মেশিনারী ও অফিস ইকুইপমেন্ট সামগ্রী ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি।	২৩,২২,৪২৬/-
১৬	এটিজি খাতে বরাদ্দকৃত টাকায় পূর্ত কাজ সম্পন্ন করায় অনিয়মিত ব্যয় ।	১,১৮,০০,০০০/-
১৭	বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিল হতে আয়কর কর্তন না করায়/কম হারে কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	৪৯,৫৪,৬৮৬/-
১৮	T.O & E এর অতিরিক্ত অস্থায়ী শ্রমিক (Daily Labour) নিয়োগ দেখিয়ে সরকারের ক্ষতি।	৮৩,৫৯,১৬০/-
১৯	পি পি আর ২০০৮ অনুসরন না করে ক্রয় কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় সরকারি ক্ষতি ।	৪৭,০৩,৬৩০/-
২০	সরকারী ভবনের উপর স্থাপিত গ্রামীন ও বাংলা লিংক মোবাইল ফোন টাওয়ারের ভাড়া সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	৭,৯৩,৫০০/-
২১	পি এস আই মার্কেটের দোকান হতে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি ।	২৬,৭৮,৪০০/-
২২	সেনানিবাসের জমি লিজ বাবদ প্রাপ্ত সরকারি খাতে জমা না করায় ক্ষতি।	৩,১০,২১,৩১৪/-

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
২৩	বাজার মূল্য যাচাই না করেই অস্বাভাবিক উচ্চ রেইটে ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করায় সরকারের ক্ষতি।	১২,৪৩,২০৭/-
২৪	সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত বিল্ডিং মেরামত/সংস্কার করায় সরকারের ক্ষতি।	২১,৬৯,০১৬/-
২৫	বাস্তব চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও মেশিনারি ও স্পেয়ার পার্টস ক্রয় করায় ক্ষতি ।	৯০,৩৭,৫৩১/-
	সর্বমোট=	**৪৯,৯৯,৩৯,৪৫৯/-**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ **২০০৮-২০০৯, ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১** ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্ত:বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটসমূহ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ আর্থিক ও নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।
(Financial & Compliance Audit)

নিরীক্ষার সময় ঃ **জুলাই/২০১০** হতে জুন/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় যাচাই ।
(Local Audit by Sampling)

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন ঃ

(১) **জনাব মোঃ আবদুল বাছেত খান, মহাপরিচালক**
(২) জনাব মোঃ নাজমুল আলম, পরিচালক
(৩) জনাব হুমায়ুন কবির, উপ-পরিচালক
(৪) জনাব শাহীন মোঃ মোজাম্মেল হক, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
(৫) জনাব আহম্মদ আলী, এসএএস সুপার
(৬) জনাব মোঃ শাহাদত হোসেন, অডিটর
(৭) **জনাব জান্নাতুন নুর, অডিটর**

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

√ দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

√ হিসাব রক্ষণে অনিয়ম।

√ অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা।

√ বিধি-বিধান প্রতিপালনে সতর্কতার অভাব।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

√ সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।

√ অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আদেশ বা বিধি প্রতিপালনে ব্যর্থতা।

√ চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম।

√ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করা।

√ সরকারি অর্থ আদায় না করা।

√ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব কম হারে আদায় করা।

অডিটের সুপারিশ

√ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায়।

√ আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন।

√ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা উত্তরণকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

Abbreviation & Glossary

এ রিপোর্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

১) এ এফ ডি = আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন।

২) এ জি ই = এসিস্ট্যান্ট গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার।

৩) বি এন এস=বাংলাদেশ নেভাল শিপ।

৪) সি.পি.সি (কন্ট্রাক্টরস্ পার্সেন্টেজ) = সিডিউলে বর্ণিত কাজ বা দ্রব্যের মূল্যের উপর ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত ঊর্ধ্বহার/নিম্নহার বুঝায়।

৫) সি এম ই এস = কমান্ড্যান্ট অব মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস।

৬) সি এন ই= সিভিলিয়ান নন-এনটাইটেলমেন্ট।

৭) ডি ডবিউ এন্ড সি ই = ডাইরেক্টরেট অব ওয়ার্কস এন্ড চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

৮) ডি জি ডি পি = ডাইরেক্টর জেনারেল ডিফেন্স পারচেজ।

৯) ডি জি এম এস= ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিক্যাল সার্ভিসেস।

১০) ডি পি = ডিফেন্স পারচেজ।

১১) ডি এস সি এন্ড এস সি = ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ।

১২) ই-ইন-সি = ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চিফ।

১৩) এফ আর= ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশন।

১৪) জি ই = গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার।

১৫) এল সি = লেটার অব ক্রেডিট।

১৬) এম ই এস রেগুলেশনস্ =মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস রেগুলেশনস্ (এটি পূর্ত কাজের বিধি পুস্তক হিসেবে গণ্য)।

১৭) এম সি ও = মিসিলিনিয়াস চার্জিং অর্ডার।

১৮) পি জি = পারফরমেন্স গ্যারান্টি।

১৯) এস এফ সি = সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার।

২০) স্টার রেইট = ঠিকাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কোন আইটেমের মূল্য সিডিউলে না থাকলে ঠিকাদারের দায় পরিশোধ করার জন্য দ্রব্যাদির বাজার দরের সাথে (সি.পি.সি.) সহ যে দরে ঠিকাদারের প্রাপ্য টাকার হার নির্ধারণ করা হয়।

২১) টি ও এন্ড ই = টেবিল অব অর্গানাইজেশন এন্ড ইকুইপমেন্ট।

২২) বি কিউ=বিল্স অব কোয়ান্টিটি।

২৩) এম বি= মেজারমেন্ট বুক।

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম ঃ কাজ না করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি ১,০০,০০,০০০/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, ভাটিয়ারি, চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১০ আর্থিক সালের হিসাব ২৮/১১/২০১০খ্রিঃ হতে ৭/১২/২০১০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে মেথডস শাখার ক্যাশবুক, পেইড ভাউচার অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১০০ মিঃ ১৬ বি ফায়ারিং রেঞ্জ তৈরীর জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার পর তিনটি দরপত্র পাওয়া যায়। সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মোমেন রিয়েল স্টেট লিঃ কে পিভি নং-২৮৩ তারিখ-২৪/৬/২০১০খ্রিঃ এবং চেক নং-১০৩২৬৩৩, তারিখ-২৫/৬/২০১০খ্রিঃ এর মাধ্যমে টাকা ১,০০,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি মাত্র) পরিশোধ করা হয়েছে।
- উক্ত বিল পরিশোধের সপক্ষে বিল ভাউচার, কার্যাদেশ ইত্যাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। জবাবে বলা হয় মৌখিক নির্দেশক্রমে কাজ করা হয়েছে।
- কাজটি সম্পন্ন করার সপক্ষে চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, ''বোর্ড অফ অফিসার্স'' এর মতামত/সুপারিশ এবং কাজ সম্পন্ন করনের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও কাজের বিল ভাউচার নেই। ঠিকাদার ১৮/১০/২০১০ তারিখে ৩,৭৯,৬৮,০৯৯/- টাকায় কাজটি করার জন্য অফার লেটারস দাখিল করেন। অথচ ২৫/৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে চেকের মাধ্যমে ১,০০,০০,০০০/- টাকা উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দুই/ততোধিক অর্থ বছরে টাকা বরাদ্দ দেয়া হবে বিধায় কাজ সম্পূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে অডিট প্রক্রিয়াকরনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে ১,০০,০০,০০০/- পরিশোধের সপক্ষে চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, ''বোর্ড অফ অফিসার্স'' এর মতামত/সুপারিশ এবং কাজ সম্পন্ন করনের অগ্রগতি প্রতিবেদন ও কাজের বিল ভাউচার নেই।
- ঠিকাদার কর্তৃক ১৮/১০/২০১০ তারিখে ৩,৭৯,৬৮,০৯৯/- টাকায় কাজটি সম্পন্ন করার জন্য অফার লেটারস দাখিল করা হয়। অথচ বিল ভাউচার ব্যতীত পিভি নং-২৮৩ তারিখ ২৪-৬-২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঠিকাদারকে ১,০০,০০,০০০/- পরিশোধ করা হয়।
- এতে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কাজ ছাড়াই ঠিকাদারকে ১,০০,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যা' অনিয়মিত ব্যয়। উক্ত অর্থ আদায়যোগ্য।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩/৩/২০১১খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১২/৪/২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০/৭/২০১১খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ১,০০,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি মাত্র) সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম ঃ ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার সর্বস্ব বিলের মাধ্যমে ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ করায় সরকারের ৯৩,০০,০০০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

এরিয়া এফ,সি, চট্টগ্রাম, সেনানিবাসের ২০০৯-২০১০ আর্থিক সালের হিসাব ১৬/১/১১ হতে ২০/১/১১ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, এরিয়া এফসি, চট্টগ্রাম কর্তৃক বি এম এ ভাটিয়ারি এর সমর্থ উন্নয়ন (Capacity Development) প্রকল্পে পিটি গ্রাউন্ড-২ এ মাটি ভরাটের বিল পাশ/পরিশোধকালে পরিশিষ্ট 'ক' এ বর্ণিত দুইটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিলে নিম্নে বর্ণিত অনিয়ম থাকা সত্ত্বেও ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার সর্বস্ব বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৯৩,০০,০০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

- পরিশোধিত বিল ভাউচারে ঠিকাদারের স্বাক্ষর নেই, কোটেশনের একটিতেও ঠিকাদারের স্বাক্ষর নেই, ভ্যাট নিবন্ধনের প্রমাণ পত্র পাওয়া যায়নি, টিন নাম্বার পাওয়া যায়নি, ট্রেড লাইসেন্স পাওয়া যায়নি, ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদ, কার্য সম্পাদনের তারিখ সম্বলিত সনদপত্র ও অন্যান্য তথ্যাদি কোটেশনের সাথে না থাকায় এফ আর পার্ট-১, রুল ২১৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ২০০৮ মোতাবেক এরুপ বিল ভাউচার বাতিলযোগ্য।
- পরিশোধিত বিল ভাউচার, দরপত্র, কোটেশন, কার্যাদেশ, কার্যসমাপ্তি সনদ, অফিসার পর্ষদের সুপারিশ প্রত্যেক প্রকার ভাউচারে একই কম্পিউটারের ফাইল নং-D/My Document/A.T.G/Tender Quotation/Capacity Derdoc ফাইল নং- D/My Document/A.T.G/Tender Quotation/Tender for Simdoc যা প্রত্যেক প্রকার ভাউচারের নীচে দেখানো হয়েছে।
- এফ আর পার্ট-১ রুল-২১৬ অনুযায়ী টেন্ডার সিডিউল যথাযথ ফরমে পূরণ করা হয়নি এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ২০০৮ এর বিধি ৭০(২) মোতাবেক ভ্যাট নিবন্ধনের প্রমাণপত্র, টিন নাম্বার, ট্রেড লাইসেন্স এবং ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদ প্রদান করা হয়নি।

- এতে প্রমাণিত হয় যে, কম্পিউটার দ্বারা বিল ভাউচার তৈরী করে নানাবিধ ত্রুটিপূর্ণ ভাউচার সর্বস্ব বিল পরিশোধ দেখানো হয়েছে, ফলে সরকারের ৯৩,০০,০০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

সংশিষ্ট ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। বিধি বহির্ভূতভাবে প্রস্তুতকৃত ভাউচার সর্বস্ব বিলের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ করায় সরকারের ৯৩,০০,০০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে যা আদায়যোগ্য।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮/৪/২০১১ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১৫/৬/২০১১ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩/১১/২০১১ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ৯৩,০০,০০০/- (টাকা তিরানব্বই লক্ষ মাত্র) সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৩

শিরোনাম ঃ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন কর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে দাবী ও আদায় না করায় সরকারের মোট ৪,৫৬,৪২,১২০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- এমইও, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাস এর ২০০৯-২০১০ আর্থিক সালের হিসাব ২২/৬/২০১১ হতে ২৯/৬/২০১১ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, এমইও, ঢাকার নিয়ন্ত্রনাধীন জমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়। যেমন- কুর্মিটোলা গলফ ক্লাব, সেনা কল্যাণ সংস্থা, সোনালী ব্যাংক, রাওয়া ক্লাব, সাভার গলফ ক্লাব, নবী নগর বাস কাউন্টার, সিনেমা হল ও পেট্রোল পাম্প ইত্যাদি। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বানিজ্যিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে বানিজ্যিক হারে ভূমি উন্নয়ন কর দাবী ও আদায় করা হয়নি। ফলে সংযুক্ত পরিশিষ্ট " খ" মোতাবেক সরকারের সর্বমোট ৪,৫৬,৪২,১২০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-ভূ ঃ মিঃ/শা-৩/কর/১০০/৯২/৩৬৬ তারিখ-৬/৬/১৯৯৪খ্রিঃ মোতাবেক বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভূমি উন্নয়ন কর বানিজ্যিক হারে দাবী ও আদায় না করায় সরকারের সর্বমোট = ৪,৫৬,৪২,১২০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, আপত্তির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ইজারা গ্রহীতাকে অবহিতকরণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের পদক্ষেপ/প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হবে এবং অডিট কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা অদ্যাবধি গ্রহণ করা হয়নি।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উলে-খ করে ০৯/১০/২০১১ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১৭/১১/২০১১ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১/১২/২০১১ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি নিস্পত্তিমূলক কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ৪,৫৬,৪২,১২০/- (টাকা চার কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ বিয়ালি-শ হাজার একশত বিশ মাত্র) সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম ঃ ছাত্রছাত্রীদের নিকট হতে বিভিন্ন ফি বাবদ আদায়কৃত ২,২০,৪৯,৩০০/- টাকা সরকারি খাতে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- এম আই এস টি, মিরপুর সেনানিবাস এর ২০০৮-২০১০ এবং আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ ঢাকা সেনানিবাস এর ২০০৯-২০১০ আর্থিক সালের হিসাব ২৬/১২/২০১০ হতে ২৪/৩/২০১১খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বই ও রেজিমেন্টাল ক্যাশ বই ও তৎসংলগ্ন ভাউচারাদি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, এমবিএ এবং এমবিবিএস ক্লাসে ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে ভর্তি ফরম বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও বিভিন্ন ফি বাবদ আদায়কৃত পরিশিষ্ট ''গ'' এর হিসাব মোতাবেক ২,২০,৪৯,৩০০/-টাকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও উহা সরকারি খাতে জমা/টি, আর করা হয়নি।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-অম/অবি/৬/প্রঃমঃ/ভাতা-১/০৪/৮১ তাং-২৬/০৮/২০০৮ মোতাবেক ছাত্রছাত্রীদের নিকট হতে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ সরকারি খাতে জমা প্রদান করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আদায়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত নির্দেশনা এবং ট্রেজারি রুল-৭ এর বিধান মোতাবেক আদায়কৃত অর্থ সরকারি খাতে জমা ও হিসাবভূক্ত করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য ট্রেজারি রুল-৭ এ উল্লেখ আছে যে, ''সরকারের জিম্মায় জমা রাখার জন্য সরকারি কর্মচারীগণের দ্বারা গৃহীত অথবা তাঁহাদের নিকট জমাকৃত সমুদয় অর্থ অনতিবলম্বে ব্যাংকে জমা করিতে হইবে এবং সরকারের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। উপরোক্ত অর্থ বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা যাইবে না কিংবা সরকারের হিসাবের বাহিরে অন্য কোনভাবে রাখা যাইবে না।''

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

জবাবে এম আই এস টি কর্তৃপক্ষ জানান যে, আপত্তির পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-১,৩,৪,৫,৬ এর অর্থ সংশ্লিষ্ট কাজেই ব্যয় করা হয়। পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-২ সিট ভাড়ার যাবতীয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা যেতে পারে। অপরদিকে আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজ ঢাকা কর্তৃপক্ষ জানান যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৬/০৮/২০০৮ তারিখের পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী ভর্তি ফি,টিউশন ফি, ভর্তি ফরম ও অন্যান্য উৎস হতে আদায়কৃত সমুদয় অর্থ সরকারি খাতে জমা প্রদান আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৩/৩/২০১১খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২৪/৪/২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৬/৬/২০১১খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ২,২০,৪৯,৩০০/- (টাকা দুই কোটি বিশ লক্ষ ঊনপঞ্চাশ হাজার তিনশত মাত্র) সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনামঃ নির্মাণ কাজের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, আসবাবপত্র প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে ভ্যাট কম হারে আদায়/আদায় না করায় সরকারের ১,২৮,১৪,৫০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই এবং সিজিডিএফ-এর আওতাধীন এসএফসি(ডিপি) কার্যালয়ের ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজের ঠিকাদারের বিল, মালামাল সরবরাহ ও রক্ষনাবেক্ষণ, ফার্নিচার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহ কাজের পরিশোধিত বিলের ওপর রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক ভ্যাট আদায় না করে/কম হারে আদায় করা হয়েছে। ফলে পরিশিষ্ট "ঘ " এর হিসাব মোতাবেক ১,২৮,১৪,৫০০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এসআর ও নং-২০৫/আইন/২০১০/৫৫৪/মূসক, তারিখ-১০/৬/২০১০ খ্রিঃ মোতাবেক নির্মাণ কাজের পরিশোধিত বিলের ওপর ৫.৫%, ফার্নিচার প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারীর বিলের ৯% এবং মালামাল সরবরাহকারি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিলের ওপর ৪% হারে ভ্যাট আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তা অনুসরণ না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। যা আদায় আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কম আদায়কৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা হবে বলে জানান।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও অদ্যাবধি আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০১/৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ১,২৮,১৪,৫০০/- (টাকা এক কোটি আটাশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার পাঁচশত মাত্র) টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোণাম ঃ বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিল বাবদ ৫৬,০০,৯০৬/- টাকা আদায় না হওয়ায় সরকারের ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের ২০০৯-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট বিদ্যুৎ,পানি ও গ্যাসবিল লেজারে বকেয়া রয়েছে। উক্ত বিল সমূহ দীর্ঘদিন ধরে আদায় করা হচ্ছে না। ফলে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির বিল বাবদ পরিশিষ্ট "ঙ" এ বর্ণিত অনাদায়ের পরিমান ৫৬,০০,৯০৬/- টাকা। যা আদায় করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

লিখিতভাবে জানানো হয় যে, আপত্তিটি সঠিক । টাকা আদায় করে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও অদ্যাবধি আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের অগ্রগতি জানানো হয়নি।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর বিভিন্ন তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় বিভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১২/৯/২০১১খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

আপত্তিকৃত টাকা ৫৬,০০,৯০৬/- (টাকা ছাপ্পান্ন লক্ষ নয়শত ছয় মাত্র) সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনাম ঃ ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ আদায় না করায় সরকারের ৪৪,৬০,৪৪০/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- এজিই (আর্মি) জাহানাবাদ/জিই(আর্মি) প্রজেক্ট ঢাকা সেনানিবাস কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ সালের হিসাব ১৯/৯/২০১০ হতে ১৪/১০/২০১০ পর্যন্ড় বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, (ক) জাহানাবাদ সেনানিবাসের নিরাপত্তা দেওয়াল নির্মাণের জন্য সম্পাদিত চুক্তি নং-সিইএ-১৩৪ অব ২০০১-২০০২ এর ফেলে যাওয়া অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্যর্থ ঠিকাদারের দায় দায়িত্বে (**Risk and cost**) চুক্তিপত্র নং-সিইএ-৭৮ অব ২০০৪-২০০৫ সম্পাদন করা হয়েছে।
- মূল চুক্তিতে অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয়েছে তা ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য হলেও অতিরিক্ত ব্যয়িত টাকা আদায় করা হয়নি। ফলে সরকারের ৮১,১৯৭/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

(খ) জিই (আর্মি) প্রজেক্ট ঢাকা কার্যালয়ের ৪টি লিফট সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য মেসার্স সানমুন ইঞ্জিঃ লিমিটেড এর সাথে (৫০,৯৩,০০০+৪৫,৯৮,০০০) = ৯৬,৯১,০০০/- টাকায় ২টি চুক্তি সম্পাদন করা হয়। কিন্তু (৪৫,৫৬,৭০০+ ৪১,৩৮,০০০) = ৮৬,৯৪,৭০০/- টাকা পরিশোধের পর কাজ ফেলে ঠিকাদার চলে যায়। অবশিষ্ট কাজ ২টি পৃথক চুক্তির মাধ্যমে (৩১,৯৫,৭১৯+২১,৭৯,৮২৪) =৫৩,৭৫,৫৪৩/- টাকায় মেসার্স সোভারেইন টেকনোলোজি কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। ফলে (৮৬,৯৪,৭০০+৫৩,৭৫,৫৪৩-৯৬,৯১,০০০)= ৪৩,৭৯,২৪৩/- টাকা প্রথম ঠিকাদারের কর্ম সম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় আবশ্যক।

- চুক্তিপত্রের সাধারণ শর্তাবলী ফরম বিএএফ ডব্লিউ-২২৪৯ এর প্যারা-৫৩ এবং এফ আর পার্ট-১ এর রুল-২৩৩ অনুযায়ী ঠিকাদার চুক্তিবদ্ধ কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে উক্ত কাজ সম্পাদন করার জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় উহা ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য।
- উপরোক্ত ক + খ এর হিসাব অনুযায়ী সরকারের (৮১,১৯৭ + ৪৩,৭৯,২৪৩)=৪৪,৬০,৪৪০/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যা আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করতে সম্মত হন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। চুক্তিপত্রের সাধারণ শর্তাবলী মোতাবেক চুক্তিবদ্ধ কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে উক্ত কাজ সম্পাদন করার জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় উহা ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৪/১/২০১১খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১৯/৪/২০১১খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৫/৯/২০১১খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ৪৪,৬০,৪৪০/- (টাকা চুয়াল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার চারশত চল্লিশ মাত্র) সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০৮

শিরোনাম ঃ প্রাধিকার বহির্ভূত ব্যক্তিগত এসি ব্যবহারকারী সামরিক কর্মকর্তাগণের নিকট হতে সরকারি রেটের স্থলে কম হারে বিদ্যুৎ বিল আদায় করায় ২,২৯,৯৯,৭৪২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের ২০০৯-২০১০ সালে হিসাব জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সামরিক কর্মকর্তাগণ প্রাধিকার বহির্ভূত ব্যক্তিগত এসি/শীতাতপ যন্ত্র তাঁদের বাসায় ব্যবহার করেন।
- ব্যক্তিগত এসি-র বিদ্যুৎ বিল ১ম ৩০ ইউনিট প্রতি ইউনিট ০.২৮ টাকা এবং মাসিক ব্যবহারের অবশিষ্ট প্রতি ইউনিট ০.১৬ টাকা হারে আদায় করা হচ্ছে। প্রাধিকার বহির্ভূত ব্যক্তিগত এসি-র বিদ্যুৎ বিল সরকার নির্ধারিত রেটে আদায়যোগ্য। কিন্তু তা' না করার ফলে পরিশিষ্ট ''চ'' এর হিসাব মোতাবেক **২,২৯,৯৯,৭৪২/-** টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১/সে/৯/৮৩/ডি-১১/৩১৪ তারিখ ০৭-৭-১৯৮৩ ইং ক্রমিক নং-২(১)(৬) অনুযায়ী মেজর জেনারেল বা তদুর্দ্ধ পদবির অফিসারদের বাসভবনের সরকারি এসি ব্যবহারের প্রাধিকার আছে। কিন্তু তদাপেক্ষা অধঃস্তন কর্মকর্তাদের বাসভবনে এসি ব্যবহারের প্রাধিকার নেই। কাজেই প্রাধিকার বহির্ভুত বিদ্যুৎ বিল সরকার নির্ধারিত রেট অনুসারে আদায়যোগ্য।
- বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের আওতাধীন সরকারি বাসায় প্রাধিকার বহির্ভূতভাবে ব্যক্তিগত এসি স্থাপন করে কম হারে বিদুৎ বিল প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যা' আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

আলোচনাকালে সেনাসদর ই-ইন-সি শাখার নির্দেশ মোতাবেক এসির বিল কর্তন করা হচ্ছে বলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রাধিকার বহির্ভূত ব্যক্তিগত এসি-র বিদ্যুৎ বিলে সরকার কর্তৃক ভর্তুকি দেয়ার কোন বিধান নেই এবং ই-ইন-সি কর্তৃক নির্দেশনা প্রদানের এখতিয়ার নেই। এক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত রেটে বিদ্যুৎ বিল আদায় হওয়া আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৭/৯/২০১১খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ২,২৯,৯৯,৭৪২/- (টাকা দুই কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশত বিয়াল্লিশ মাত্র) সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনাম ঃ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদারকে সিপিসি (লভ্যাংশ) প্রদান করায় সরকারে ৩৪,৪৪,৬৭৪/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, এমবি, স্টোর স্টেটমেন্ট ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজে সরকারিভাবে ইস্যুকৃত সিমেন্টের মূল্যের ওপর ঠিকাদারকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে।
- বিল এ্যাবস্ট্রাক্টে সম্পাদিত কাজের মূল্য বাবদ দাবীকৃত মোট টাকা থেকে সরকারিভাবে ইস্যুকৃত সিমেন্টের মূল্য বাদ না দিয়েই সম্পূর্ণ টাকার উপর উর্ধ্বহারে সিপিসি প্রদান করায় পরিশিষ্ট ''ছ" এর হিসাব অনুযায়ী ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ৩৪,৪৪,৬৭৪/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যা আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

চুক্তিপত্রে সিমেন্ট ব্যতীত রেইটের উপর সিপিসি নির্ধারণ না করে এম ই এস সিডিউলের রেইটের ওপর সিপিসি নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে বিধায় কোন অনিয়ম হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এম ই এস কর্তৃক সরকারিভাবে ঠিকাদারকে সিমেন্ট ইস্যু করা হয়। সে কারণে সরকারি সিমেন্টের মূল্যের ওপর ঠিকাদার সিপিসি উর্ধ্বহার প্রাপ্য নয় কিন্তু বিল এ্যাবস্ট্রাক্টে সম্পাদিত কাজের মূল্য বাবদ দাবীকৃত মোট টাকা থেকে সরকারিভাবে ইস্যুকৃত সিমেন্টের মূল্য বাদ না দিয়েই সম্পূর্ণ টাকার উপর উর্ধ্বহারে সিপিসি প্রদান করায় সিপিসি বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধিত ৩৪,৪৪,৬৭৪/- টাকা আদায়যোগ্য।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় বিভিন্ন তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২১/৮/২০১১খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব / মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ৩৪,৪৪,৬৭৪/- (টাকা চৌত্রিশ লক্ষ চুয়ালি-শ হাজার ছয়শত চুয়াত্তর মাত্র) সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম ঃ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সিমেন্টের মূল্য স্টকবুক রেটে ইস্যু ও আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৬১,০৮,৫৪৬/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- ই-ইন-সি'র আওতাধীন বিভিন্ন জিই/এজিই কার্যালয়ের ২০০৯-২০১১ সালে হিসাব জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ড় বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজে বিভিন্ন ঠিকাদারকে চুক্তির অনুকূলে ইস্যুকৃত সিমেন্ট এর মূল্য ঠিকাদার এর নিকট হতে স্টকবুক রেটে ইস্যু ও আদায় না করে কম হারে আদায় করা হয়েছে। ফলে পরিশিষ্ট 'জ ' এর হিসাব মোতাবেক সরকারের মোট ৬১,০৮,৫৪৬/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। যা আদায় করা আবশ্যক।
- এমইএস রেগুলেশন প্যারা-৬৭৭ মোতাবেক স্টক বুক রেটে নির্মাণ কাজের জন্য সিমেন্ট ইস্যু করার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু তা না করে কম হারে ইস্যু ও আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

নথিপত্র যাচাই করে জবাব পরে প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। স্টকবুক রেটে সিমেন্ট ইস্যু ও আদায় না করায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় বিভিন্ন সময়ে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৯/৭/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা ৬১,০৮,৫৪৬/- (টাকা একষট্টি লক্ষ আট হাজার পাঁচশত ছেচলি- শ মাত্র) সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম ঃ চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিলম্ব জরিমানা আদায় না করায় ক্ষতি ২,২৮,৬৪,১৩১/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- ঢাকা, সাভার, রাজেন্দ্রপুর, কাদিরাবাদ, যশোর, বগুড়া, রাজশাহী ও খুলনাস্থ বিভিন্ন জি,ই/এজিই অফিসের ২০০৯-১০ এবং ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ০৪/০৯/২০১১খ্রিঃ হতে বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- (ক) নিরীক্ষায় চূড়ান্ত বিল ভাউচার, এমবি, নকশা চুক্তিপত্রসহ অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই এ দেখা যায় যে, কার্যাদেশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হওয়ার কথা। যথাসময়ে কাজ সমাপ্ত করতে ঠিকাদার ব্যর্থ হয়। অতঃপর নকশা সংশোধন ও ডিও (-) মাইনাস ভেরিয়েশনের জন্য পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৯(৩) তফসীল-২ অনুসারে সময় বাড়ানো হয়। এই বর্ধিত সময়ের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৩৯(৩) মোতাবেক যদি কোন ক্ষতি পূরনের ঘটনা ঘটে বা ভেরিয়েশন অর্ডার জারি করা হয়, যার ফলে ঠিকাদার কর্তৃক অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ ব্যতিরেকে প্রত্যাশিত কার্য সমাপ্তির তারিখের মধ্যে কার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধি প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ বা অতিরিক্ত ব্যয়ের ঘটনা ঘটেনি বরং কাজ কম করা হয়েছে ফলে মাইনাস (-) ভেরিয়েশন হয়েছে। তা সত্ত্বেও সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- **(খ)** পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৩৯(৪) অনুযায়ী চুক্তিভুক্ত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হলে ক্রয়কারি সময় বর্ধিতকরণের আবেদন প্রাপ্তির ২১ দিনের মধ্যে কার্য সমাপ্তির তারিখ সম্প্রসারণ না করলে, কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি বা ঘটনাত্তোর সময়সীমা বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না। কাজেই বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ যথাসময়ে কাজ না করে/বিধি বহির্ভুতভাবে সময়সীমা বৃদ্ধি করে কাজ সমাপ্ত করায় বিলম্ব জরিমানা অনাদায় রয়েছে।

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৩৮(১৪) মোতাবেক প্রতিদিন বিলম্বের জন্য নির্ধারিত হারে (পরিশিষ্ট-ঝ) বিলম্ব জরিমানা বাবদ টাকা ২,২৮,৬৪,১৩১/- আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সময় বর্ধিত করে চুক্তিপত্রের সংশোধন এবং ভেরিয়েশন করে ঠিকাদারের দায় পরিশোধ করা হয়েছে। চুক্তিপত্রের কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি করে/ঘটনাত্তোর অনুমোদনের মাধ্যমে কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। কাজেই জরিমানা আরোপের সুযোগ নাই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ মাইনাস ভেরিয়েশন এর জন্য সময় বাড়ানোর অনুমোদন পিপিআর এ নেই।
- পিপিআর-২০০৮ বিধি-৩৯(৩), (৪), (২৭) এবং ৩৯(৩৩) অনুসরণ না করে চুক্তির সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পিপিআর-২০০৮ বিধি-৩৯(২৭) মোতাবেক মূল চুক্তিতে প্রত্যাশিত বা সম্প্রসারিত তারিখ হতে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ঠিকাদারকে চুক্তিতে নির্ধারিত দৈনিক বা সাপ্তাহিক হারে বিলম্ব জনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। উপরোক্ত বিধি মোতাবেক বিলম্ব জরিমানার টাকা আদায় আবশ্যক।

- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬/০১/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২০/০২/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৬/৬/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ২,২৮,৬৪,১৩১/- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম ঃ সরকারি অর্থে মালামাল ক্রয় করে উহা ব্যবহার না করে ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষণা করায় সরকারি ক্ষতি ২৫,০১,৬৪,২৫৮/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- এন এস ডি, নিউমুরিং চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব ১৪-১১-২০১১ হতে ১৮-১১-২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় চায়নিজ গ্রুপের মেশিনারি যন্ত্রাংশ গ্রহণ ও বিতরণ রেজিস্টার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়।

  যাচাইকালে দেখা যায় যে, নিম্নে বর্ণিত মালামালগুলি ২০০২ সনের এপ্রিল মাসে **সরকারি** অর্থে ক্রয় করা হয়। প্রায় ১৪-১৫ বছরের মধ্যে উক্ত মালমালগুলি ইস্যু না করায় দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। দীর্ঘদিন পরে নৌ সদর দপ্তর, লজিস্টিক শাখা, টেকনিক্যাল স্টোরস পরিদপ্তর বনানী, ঢাকা-১২১৩ এর পত্র নং টি এস/৪৩১১/৫/২৩৯৯ তারিখ ২৫/৫/২০১১ খ্রি: এর মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত মালামালগুলি ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষনা করা হয় ঃ-

ক্রমিক নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	মোট ক্রয় মূল্য (আনুমানিক)
১	মেইন ইঞ্জিন-L42-160 812 MBS Misite Board Sqardon	লাইন আইটেম-৬৯৩ টি	=৬,৯২,৮৬,৩৭১.৬৩ টাকা
২	ডিজেল জেনারেটর মডেল ×-4105-41-61 Pcs.	লাইন আইটেম-৩৭৬ টি	=১,০৩,২০,৬৭৯.৮০ টাকা
৩	List of Sparc Parts. Main Engine Modol-12VE L302c-BNS,NIRBHoy.	লাইন আইটেম-৭৪৫ টি	=১৭,০৫,৫৭,২০৭.০২টাকা
			মোট =২৫,০১,৬৪,২৫৮.৪৫ টাকা

- বাংলাদেশ নৌ বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত Financial Rule FRRIN Para-285 মোতাবেক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালামাল ক্রয় করা হলে, ক্রয় কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও মালামাল ক্রয় করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করত: উক্ত টাকা আদায়যোগ্য ছিল কিন্তু তা না করে স্ক্রাপ হিসেবে অকশন দেয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকায় উক্ত ২৫,০১,৬৪,২৫৮.৪৫ টাকা সরকারি ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

জাহাজ সচল রাখার জন্য উক্ত মালামাল ক্রয় করা হয়েছিল। কিছু পার্টস ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মূল ইঞ্জিনের কার্য ক্ষমতা না থাকায় ঐ সকল ইঞ্জিনের জন্য ক্রয়কৃত স্পেয়ার পার্টস নৌ বাহিনীতে পুন:ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে উহা ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষনা করা হয়েছে এবং নিলামে বিক্রির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ উপরে বর্ণিত স্পেয়ার পার্টসগুলি ২০০২ সনের এপ্রিল মাসে ক্রয় করা হয়েছে। মোট ১৮১৪টি লাইন আইটেমের মধ্যে কোন আইটেম ব্যবহার করার কোন রেকর্ড নেই/পাওয়া যায়নি। উপরিউক্ত আপত্তিতে বর্ণিত ২৫,০১,৬৪,২৫৮.৪৫ টাকার স্পেয়ার পার্টস ব্যবহার করার সম্ভাব্যতা যাচাই না করে ক্রয় করা সরকারি অর্থ অপচয়। বাংলাদেশ নেভীর Financial Rule FRRIN Para-285 মোতাবেক যে কর্মকর্তার কারণে অপ্রয়োজনীয় পার্টস ক্রয় করা হয়েছে তাঁর থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়যোগ্য।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১১/৩/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১৬/৫/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০১/৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ২৫,০১,৬৪,২৫৮/৪৫ (টাকা পঁচিশ কোটি এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত আটান্ন টাকা/৪৫ পয়সা মাত্র) সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম ঃ ৪ মাস মেয়াদি নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ দেয়ার ০৫দিন পর অনিয়মিতভাবে ৯১.৬৭% কাজ সমাপ্ত দেখিয়ে ৩৮,৩২,০০০/- টাকা অগ্রিম পরিশোধ করা হয়েছে, যা অনিয়মিত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- এজিই (বিমান) পিকেপি বি/আর-১ উপবিভাগের চুক্তিপত্র নং-ইইনসি/৯৫ অব১০-১১, ১ম চলতি বিলের সিবি আই নং-১০ তাং- ২৯/৬/১১ মেসার্স পূর্বাচল প্রকৌশলী এর রাস্তার অবশিষ্টাংশ নির্মাণের চুক্তিপত্র, পরিশোধিত বিল ভাউচার ২০১০-২০১১ সালের নিরীক্ষায় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কার্যাদেশ নং-০১ তাং- ২৩/৬/১১ মোতাবেক বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজের রাস্তা এর অবশিষ্টাংশ নির্মাণের জন্য ২৩/৬/১১ হতে ২২/১০/১১ পর্যন্ত ০৪ মাস সময় দিয়ে ৪১,৮০,১১৩.৮১ টাকা মূল্যেয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়। কিন্তু বিল ভাউচার নং- ৪৯/বিআর-১/৯৩ তাং- ২৮/৬/১১ এর মাধ্যমে ৯১.৬৭% কাজ সম্পাদন দেখিয়ে প্রথম চলতি বিলের মাধ্যমে ৩৮,৩২,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- চুক্তিবদ্ধ ৪ মাস মেয়াদি কাজ এর কার্যাদেশ দেয়ার ০৫ দিন পর ৯১.৬৭% কাজ সম্পাদন দেখিয়ে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ক্রয় ও আহরন শাখা, পত্র নং-মপবি/পা-ক্রঃ আঃ/ক্রয়-১৩/২০০০-৩০৩ তাং-০৩/০১/২০০৪ খ্রিঃ মোতাবেক ঠিকাদার/ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা যাবে না মর্মে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উক্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে এক্ষেত্রে অগ্রিম পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, লিখিতভাবে জবাব পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি আদেশের ব্যত্যয় ঘটায় জবাব গ্রহনযোগ্য নয়।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৮/৩/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২৩/৪/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৯/৭/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ৩৮,৩২,০০০/- (টাকা আটত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার মাত্র) সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম ঃ নকশার চেয়ে এমবিতে ডি-ফর্মড রডের মাপ অতিরিক্ত রেকর্ড করে মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ১৫,৭৫,৯৭২/- টাকা ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

- এজিই(আর্মি) রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টের ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ২১-১০-২০১১ হতে ০৩-১১-২০১১ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষায় চুক্তিপত্র নং-সিইএ/৭৮ অব ২০০৯-২০১০ এবং চুক্তিপত্র নং-সিইএ/৮০ অব ২০০৯-২০১০ এর চূড়ান্ত বিল, এমবি, নকশা ইত্যাদি যাচাই করা হয়।
- নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়ে যে, এমবি নং যথাক্রমে ১৯৮১ এবং ১৯৮৩ এর বিভিন্ন পাতায় ডি-ফর্মড [৪০গ্রেড এবং ৬০ গ্রেড] রডের মাপ উল্লেখিত দুইটি চুক্তিতে নকশার চেয়ে এমবিতে যথাক্রমে ১৭০৮৮.১৮ কেজি ও ৭৩০৮.০০ কেজি অতিরিক্ত রেকর্ড করে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। যা' পরিশিষ্ট 'ঞ' তে বিস্তারিত দেখানো হয়েছে।
- প্রতি কেজি ডি-ফর্মড রডের মূল্য [৪০গ্রেড এবং ৬০ গ্রেড] যথাক্রমে ৬৪/- টাকা ও ৬৬/- টাকা হিসাবে (১৭০৮৮.১৮ X ৬৪+৭৩০৮X৬৬)=১৫,৭৫,৯৭২/- টাকা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজ নকশা মোতাবেক সম্পাদিত হয়। নকশার অতিরিক্ত কাজের মূল্য ঠিকাদার প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও এমবিতে নকশা অপেক্ষা অতিরিক্ত মাপ রেকর্ড করে মূল্য পরিশোধ করায় ১৫,৭৫,৯৭২/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তিতে উল্লেখিত ৩,৭৩,৩৫৬/- টাকা [২টি চুক্তিতে=৭,৪৬,৭১২/- টাকা] সঠিক নয়। পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। রডের মাপ নকশা অপেক্ষা এমবিতে বেশি প্রদান করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে আপত্তিকৃত ২টি চুক্তিতে [৭,৮৭,৯৮৬+৭,৮৭,৯৮৬] = ১৫,৭৫,৯৭২/- টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১২/৪/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ০৫/৬/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৩/৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ১৫,৭৫,৯৭২/- (টাকা পনের লক্ষ পঁচাত্তর হাজার নয়শত বাহাত্তর মাত্র) সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৫

শিরোনাম ঃ Article in Use (A-in-U) খাতে বরাদ্দকৃত অর্থে অনিয়মিতভাবে মেশিনারি ও অফিস ইকুইপমেন্ট সামগ্রী ক্রয় করায় সরকারের ২৩,২২,৪২৬/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- অর্ডন্যান্স ডেপো, বগুড়া সেনানিবাসের ২০০৯-২০১১ আর্থিক সালের এবং সেন্ট্রাল এ্যামুনেশন ডেপো (সিএডি) রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসের ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব ১৪/১১/২০১১ হতে ২৪/১১/২০১১ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। বিল ভাউচার ও আনুষাঙ্গিক রেকর্ডপত্র নিরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, **Article in Use (A-in-U)** খাতে বরাদ্দকৃত অর্থে মেশিনারি ও অফিস ইকুইপমেন্ট সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু Regulation for the Army Ordnance Services-1941 Part-1 Reprinted-1982, Rule-287 অনুযায়ী **Article in Use(A-in-U)** খাতে বরাদ্দকৃত অর্থে মেশিনারি ও অফিস ইকুইপমেন্ট সামগ্রী ক্রয় করা যাবে না বিধায় উক্ত ক্রয় সরকারি ক্ষতি অনিয়মিত ব্যয় হিসাবে বিবেচিত।
- ফলে **Article in Use(A-in-U)** খাতে বরাদ্দকৃত অর্থে পরিশিষ্ট "ট" তে উল্লেখিত মেশিনারি ও অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় করায় সরকারের ২৩,২২,৪২৬/- টাকা অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করতঃ জবাব প্রেরণ করা হবে বলে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহনযোগ্য নয়। Regulation for the Army Ordnance Services-1941 Part-1 Reprinted-1982, Rule-287 মোতাবেক **Article in Use(A-in-U)** খাতের অর্থে মেশিনারি ও অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়ের অবকাশ নাই বিধায় আপত্তিকৃত টাকা ২৩,২২,৪২৬/- আদায় করা আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক অনিয়মিত ব্যয়ের বিষয় উল্লেখ করে ২৮/৬/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ০৮/৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০/৯/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ২৩,২২,৪২৬/- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও আপত্তিকৃত টাকা ২৩,২২,৪২৬/- আদায় পূর্বক যথাযথ সমন্বয় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৬

শিরোনাম ঃ Annual Training Grant (ATG) খাতে বরাদ্দকৃত টাকা হতে ১,১৮,০০,০০০/- টাকার পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, যা অনিয়মিত ব্যয় ।

বিবরণ ঃ

- এসআইএন্ডটি, জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেট এবং এরিয়া এফসি (আর্মি) রংপুর সেনানিবাস এর হিসাব শাখায় রক্ষিত ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব ০৫-৯-২০১১ হতে ২৩-১১-২০১১ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষায় এটিজি লেজার, পেইড ভাউচারসহ অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- (ক) পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সদর দপ্তর ৬৬ পদাতিক, ডিভ, রংপুর সেনানিবাস এর পত্র নং-১১২৮/২/জি/টি/২ তারিখ ১৮/৯/২০১০, ১১২৮/২/জি/টি তারিখ ০৪/১১/২০১০ এবং ১১২৮/২/জি/টি তারিখ ২৩/১২/২০১০ এর মাধ্যমে সৈদয়পুর সেনানিবাস এ ০১টি সুইমিং পুল তৈরীর জন্য ৮ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নকে (৫০,০০,০০০+২৫,০০,০০০+২৫,০০,০০০)=১,০০,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত টাকা প্রশিক্ষণ খাত ৪৮৪০- তে বরাদ্দ প্রদান করতঃ সুইমিং পুল নির্মাণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষায় প্রাপ্ত বিল ভাউচার হতে দেখা যায় যে, সুইমিং পুল তৈরীর পূর্বেই পিভি নং-৩৬, তারিখ ৩১/১০/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্লাস্টিং এবং ফিল্টারেশন সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে এবং ঠিকাদারকে ২২,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থাৎ সুইমিং পুল তৈরীর পূর্বেই প্লাস্টিং এবং ফিল্টারেশন সিস্টেম ক্রয় করা হয়েছে। আবার পিভি নং-৩৪, তারিখ ২৭/১০/২০১০ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৪৩টন রড সরবরাহ করা হয়েছে এবং ঠিকাদরকে ১৯,৩০,০৫৫/- টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু ক্রয়কৃত রডের পরিমাপ, ডায়া, গ্রেড ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত কোন বর্ণনা নাই। আরও উল্লেখ্য যে, সুইমিং পুলের কোন নকশা, এস্টিমেট/প্রাক্কলন নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। সর্বোপরি ৪৮৪০ প্রশিক্ষণ ব্যয় (এটিজি) খাত হতে নির্মাণ ও পূর্ত সংক্রান্ত কাজ (অর্থনৈতিক কোড-৭০০০) করার নির্দেশনা নেই। বর্ণিত সুইমিং পুরের নির্মাণ ব্যয় ৭০১৬ অথবা ৭০৮১ খাত হতে করা যুক্তিসংগত ছিল। কিন্তু তা না করে প্রশিক্ষণ খাত হতে ১,০০,০০,০০০/- ব্যয় করা হয়েছে, যা অনিয়মিত ব্যয়।
- (খ) এসআইএনটি, জালালাবাদ সেনানিবাস, সিলেটের হিসাব শাখায় রক্ষিত এটিজি লেজার, পেইড ভাউচারসহ অন্যান্য কাগজপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সদর দপ্তর আর্মি ট্রেনিং এন্ড ডকট্রিন কমান্ড পত্র নয়ং ১৫০২/২/৭/আর/এসআইএনটি/১ তারিখ ১৫/৮/২০১০ খ্রিঃ সালের মাধ্যমে এটিজি খাতে ১৮,০০,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় (পরিশিষ্ঠ-ঠ)। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকার ৫০০মিটার রাস্তার সংস্কার ও ৩টি পাইপ কালভার্ট নির্মাণ বাবদ পিভি নং-৩১ তারিখ ৩০/১২/২০১০ খ্রিঃ এবং পিভি নং-৩৯ তারিখ ০৮/০২/২০১১ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মেসার্স সাহান এন্টারপ্রাইজকে পরিশোধ করা হয়। বিধি মোতাবেক সেনানিবাসের পূর্ত কাজ করা এখতিয়ার এমইএস-এর হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে উহা না করে এটিজি খাতের টাকায় ইউনিটক কর্তৃক পূর্ত কাজ করে বিল পরিশোধ করায় ১,১৮,০০,০০০/-অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে।
- FR Part-I এর Rule-28 মোতাবেক পূর্ত কাজের আর্থিক ক্ষমতা এমইএস রেগুলেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং FR Part-II Appendix-III Annexure-A(2) মোতাবেক Works executed by Military Engineering Services (MES). কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটিজি খাতে বরাদ্দকৃত টাকায় পূর্ত কাজ করে বিল পরিশোধ করায় অনিয়ম হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এনিসি ড্রাইভিং কোর্সের বৃহত্তর স্বার্থে সেনাসদর কর্তৃক এটিজি খাতে নির্ধারিত কাজের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য যে, এমইএস এর মাধ্যমে পূর্ত কাজ সম্পন্ন করা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। পূর্ত ফার্মের বাজেট স্বল্পতা। কাজের ব্যাপক পরিধি, বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যাদির গুরুত্বের কারণে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত খরচ সমূহ অগ্রাধিকার পায়না। এমতাবস্থায় এটিজি খাত হতে এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করার ফলে বাজেট সাশ্রয়সহ দ্রুত সময়ে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ইউনিট কর্তৃপক্ষের জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নহে। কারণ FR Part-II Appendix-III Annexure-A(2) মোতাবেক উক্ত কাজ করার এখতিয়ার এমইএস কর্তৃপক্ষের। এছাড়া FR Part-I Rule-28 মোতাবেক পূর্ত কাজে আর্থিক ক্ষমতা এমইএস রেগুলেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং এটিজি খাতের বরাদ্দকৃত টাকায় ইউনিট কর্তৃক পূর্ত কাজ করে অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৭/৩/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২১/৬/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১১/৯/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মিত ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ১,১৮,০০,০০০/- যথাযথ আর্থিক বিধির আওতায় সমন্বয় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৭

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিল হতে আয়কর কর্তন না করায়/কম হারে কর্তন করায় সরকারের ৪৯,৫৪,৬৮৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

- বিভিন্ন জিই, এফসি, এমইও এবং স্টেশন সদর দপ্তর, সাভার সেনানিবাস ও ১৪৩ ফিল্ড ওয়ার্কশপ কোঃ ইএমই চট্টগ্রাম ক্যান্ট কার্যালয়ের ২০০৯-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষাকালে আইটি, ভ্যাট রেজিষ্টার, বিল ভাউচার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়।

- যাচাইঅন্তে পরিলক্ষিত হয় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধের সময় প্রযোজ্য হারে আয়কর কর্তন না করায়/কম কর্তন করায় পরিশিষ্ট "ড" এ বর্ণিত টাকা ৪৯,৫৪,৬৮৬/- সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫২ এ (৩), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-(১) উঃ আঃ-১/২০০১-২০০২/৮৯০ তাং-২১/৩/২০০২ খ্রিঃ এবং পত্র নং-(২) উৎসে কর/বিঃ/২০১০-২০১১/২৬০৯ তাং-১৩/৩/২০১১ খ্রিঃ ; জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর পত্র নং-জারাবো/ আঃ আঃ বি/কর-৭/ তারিখঃ-০১/৮/২০১০ ; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-এস আর ও নং-২৬২/আইন/আয়কর/২০১০ তাং-১/৭/২০১০খ্রিঃ ; আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪, সেকশন-৫৩ এইচ এর বিধি-৭১ মোতাবেক আয়কর কর্তন না করায়/কম কর্তন করায় সরকারের ৪৯,৫৪,৬৮৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি আদেশের ব্যত্যয় ঘটায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় আপত্তি মোতাবেক টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫/১২/২০১১খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১৫/০১/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮/৩/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ৪৯,৫৪,৬৮৬/- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-১৮

শিরোনাম ঃ T.O & E এর অতিরিক্ত অস্থায়ী শ্রমিক (Daily Labour) নিয়োগ দেখিয়ে ৮৩,৫৯,১৬০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা সরকারের ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- অর্ডন্যান্স ডিপো, বগুড়া, বিমান বাহিনীর ঘাঁটি, জহুরুল হক, পতেঙ্গা ,চট্টগ্রাম, সি,এ,ডি রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টঃ এবং বিএনএস পতেঙ্গা নিউমোরিং, চট্টগ্রাম এর ২০০৮-২০১১ অর্থ বৎসর এর হিসাব বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে হিসাব বছরের ক্যাশ বুক এবং তৎসংলগ্ন বিল ভাউচার ও অন্যান্য কাগজ পত্র সমূহ যাচাইঅন্তে পরিলক্ষিত হয় যে, টি ও এন্ড ই- তে ঘাটতির অতিরিক্ত অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে ৮৩,৫৯,১৬০/- টাকা মজুরি প্রদান করা হয়। যা সরকারের ক্ষতি হিসাবে বিবেচিত। [পরিশিষ্ট ''ঢ'']
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/ব্যঃনিঃ/ডিপি-১/২০০০/১৩ তারিখ ০৩-০২-২০০৫খ্রিঃ এর জারিকৃত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০০৫ এ ৮(ঘ) অনুযায়ী T.O & E এর অতিরিক্ত অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগে অর্থ ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন থাকলেও এক্ষেত্রে তা নেয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করতঃ জবাব প্রেরণ করা হবে বলে মন্তব্য প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত T.O&E এর অতিরিক্ত অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ নেই
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৯/৫/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১২/৭/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৬/৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ৮৩,৫৯,১৬০/- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৯

শিরোনাম ঃ পি পি আর ২০০৮ অনুসরন না করে ক্রয় কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয় ৪৭,০৩,৬৩০/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক পতেঙ্গা চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব ২২-৩-২০১২ হতে ০৩-০৪-২০১২ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে হিসাব এবং সাপ্লাই শাখার বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় সংক্রান্ত বিল-ভাউচার এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করে দেখা যায় যে,
    ১। পি পি আর- ২০০৮ অনুযায়ী খোলা দরপত্র অর্থাৎ স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়নি।
    ২। পি পি আর- ২০০৮ এর ১৭(১) ব্যত্যয় ঘটিয়ে একই প্রকৃতির কাজকে খন্ড খন্ড করে বিভক্ত করা হয়েছে।
    ৩। প্যাডগুলো সঠিক ছিল না । মেমো নম্বর নেই। ঠিকাদারের অভিজ্ঞতা সনদ পত্র নেই।
- পরিশিষ্ট ''ণ'' এ বর্নিত হিসাব অনুযায়ী অর্থ অনিয়মিতভাবে ব্যয় করে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ৪৭,০৩,৬৩০/- টাকা। যা আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

লিখিত জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠান কোন জবাব প্রদান না করায় আপত্তির যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি বিধান অনুসরণ না করায় উক্ত ব্যয় অনিয়মিত ব্যয় হিসাবে বিবেচিত।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৯/৫/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১২/৭/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৪/৯/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মিত ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২০

শিরোনাম ঃ সরকারি ভবনের উপর স্থাপিত গ্রামীণ ও বাংলা লিংক মোবাইল ফোন টাওয়ারের ভাড়া সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি ৭,৯৩,৫০০/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- জিই(আর্মি) বিওএফ গাজীপুর সেনানিবাসের ২০১০-২০১১ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষায় ই/এম-১ উপ-বিভাগের রক্ষিত গ্রামীণ ও বাংলা লিংকের মোবাইল ফোন টাওয়ারের বিদ্যুৎ বিল আদায় সংক্রান্ত নথিপত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়।
- ই/এম-১ উপ-বিভাগের কনজুমার লেজার পৃঃ ৬৭,৬৮ ও ৯৬ যাচাইকালে দেখা যায় যে, জিই অফিসের ছাদের উপর গ্রামীণ মোবাইল ফোনের ১টি টাওয়ার ও ১টি বাংলালিংকের টাওয়ার রয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ ফোনের আরও ১টি টাওয়ার ক্যান্টনমেন্ট কলেজের ছাদের উপর অবস্থিত।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে উক্ত ৩টি টাওয়ার স্থাপনের জন্য কমান্ড্যান্ট বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী গাজীপুর এর পক্ষে তার অধীনস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক ফোন কোম্পানির সংগে চুক্তি করে নিয়মিত ভাড়া বাবদ ৭,৯৩,৫০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে । কিন্তু উক্ত টাকা সরকারি তহবিলে জমা করা হয়নি।
- ট্রেজারী রুলস-৭ মোতাবেক সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারের পক্ষে গৃহীত সকল অর্থ অবিলম্বে সরকারি তহবিলে জমা করার কথা। কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্রে কোন অর্থ সরকারি তহবিলে জমা করা হয়নি । ফলে সরকারের ৭,৯৩,৫০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- টাওয়ারের ভাড়া বিওএফ গাজীপুর আদায় করে থাকেন এবং সরকারি কোষাগারে জমা করেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কেননা মোবাইল টাওয়ারের আদায়কৃত ভাড়া সরকারি তহবিলে জমা করার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। আপত্তিকৃত ৭,৯৩,৫০০/- টাকা সরকারি তহবিলে জমা করা আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৭/৫/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২৮/৬/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৮/৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ৭,৯৩,৫০০/- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২১

শিরোনাম ঃ পি এস আই মার্কেটের দোকান হতে ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি ২৬,৭৮,৪০০/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক পতেঙ্গা চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১১ সালের হিসাব ১৩-২-২০১২ হতে ০৬-৩-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিমান বাহিনী ঘাঁটি জহুরুল হক পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম কর্তৃক বানিজ্যিকভাবে পরিচালিত পি এস আই মার্কেটে ৯৩(প্রায়) টি দোকান (ব্লক- এ,বি,সি) রয়েছে। প্রতিটি দোকান হতে মাসিক ১,২০০/- টাকা হারে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। কিন্তু আদায়কৃত অর্থের হিসাব এবং উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়েছে কিনা লিখিতভাবে জানতে চাওয়া হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষাকালীন সময়ে কোন তথ্য নিরীক্ষাকে প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে পিএস আই মার্কেটের দোকান নং ৫/৬ জনাব নাছিরের কাছে মাসিক ১,২০০/- টাকা হারে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। ভাউচার নং-৭৫৬২ তাং- ২৩/৮/০৭ এর মাধ্যমে জনাব নাছিরের নিকট হতে মাসিক ১,২০০/- টাকা হারে ভাড়া আদায় করা হয়েছে । যা অদ্যবধি তার নিকট মাসিক ১,২০০/- টাকা হারে ভাড়া দেয়া আছে। তাছাড়া দোকান নং ৩২ এ এম ইএস কর্তৃক গ্যাস লাইনের সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং গ্যাস বিল আদায় করা হচ্ছে। ফলে প্রতি মাসে ১,২০০/- টাকা হারে ৭/২০০৯ হতে ৬/২০১১ পর্যন্ত সময়ে ২৪ মাসে ৯৩টি দোকান হতে (১২০০×৯৩×২৪)=২৬,৭৮,৪০০/- টাকা ভাড়া প্রাপ্ত হয়েছে । কিন্তু উক্ত প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ২৬,৭৮,৪০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- ক্যান্টনমেন্ট ল্যান্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন রুল ১৯৩৭ এর বিধি ৪(সি) ও ৬(iii) মোতাবেক ইজারার মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তি বিশেষ-কে মিলিটারী ল্যান্ড ভোগ দখল তথা ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া যায় এবং বিধি-১১ মোতাবেক উক্ত ল্যান্ড থেকে প্রাপ্ত সকল আয় সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পি এস আই মার্কেট ছন/টিন দ্বারা নির্মিত কিছু ঘর আছে । যাতে মাটিতে কর্মরত ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী বসবাস করে। অল্প কয়টিতে নামে মাত্র হারে ভাড়া ধার্য করা হয়েছে । যা ঘরগুলো মেরামতের কাজে ব্যয় করা হয় । অবশিষ্ট অর্থ নিম্ন বেতন ভোগী কর্মচারীদের কল্যান মূলক কাজে ব্যয় করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক নয়। কারণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত জবাব বাস্তবে সঠিক নয়। কি পরিমাণ ভাড়া আদায়/ব্যয় হয়েছে তার হিসাব প্রদান করা হয়নি। ঘাঁটিতে কর্মরত কোন ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারী ছন/টিন দ্বারা নির্মিত দোকানে বসবাস করার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী ঘাঁটির অভ্যন্তরে সরকারী বিল্ডিং এ বসবাস করে (কপি সংযুক্ত)। স্থায়ীভাবে নির্মিত দোকনগুলি হতে মাসিক ১,২০০/- টাকা হারে ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। কাজেই আপত্তিকৃত টাকা আদায়যোগ্য।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৯/৫/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১২/৭/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৪/৯/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ২৬,৭৮,৪০০/- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহতি করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২২

শিরোনাম ঃ সেনানিবাসের জমি লিজ বাবদ প্রাপ্ত ৩,১০,২১,৩১৪/- সরকারি খাতে জমা না করায় ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- স্টেশন সদর দপ্তর, সাভার সেনানিবাস এবং এমইও কেন্দ্রীয় সার্কেল ঢাকা সেনানিবাসের যথাক্রমে ২০০৭-২০১১ এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসর এর হিসাব নিরীক্ষায় জেনারেল ভূমি রেজিষ্টার, নকশা, সিএস রেকর্ডের ডকুমেন্টস, জমি লিজ বরাদ্দ সংক্রান্ত নথি, এমএলআর ও জিএলআর ইত্যাদি যাচাই করা হয়।
- রেকর্ডপত্র যাচাই ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেনানিবাসের জমির ওপর বিশাল এলাকা জুড়ে কয়েকটি ক্যাবল টিভি নেটওয়ার্কের স্থাপনাসহ, দোকান, সিনেমা হল (সেনানিবাস অডিটরিয়াম নামে) পেট্রোল পাম্প লিজের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু উক্ত লিজ মানি সরকারি কোষাগারে জমা করা হচ্ছে না। ফলে পরিশিষ্ট "ত" এর হিসাব মোতাবেক ৩,১০,২১,৩১৪/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১/২০/৭২/ডি-৯/৫০০৪ তাং-২৪/৭/৭৫ এর নির্দেশ মোতাবেক সামরিক বিভাগীয় কৃষি জমি ও লেক সমূহ ইজারা দেয়া যাবে। CLA-1937 এর বিধি-১১ মোতাবেক ইজারালব্ধ/ সামরিক জমি থেকে প্রাপ্ত সকল অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশ রয়েছে। ফলে লিজ মানি বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, আপত্তির বিষয়টি ইউনিট/দপ্তরকে জানানো হবে। তাদের মতামত/আপত্তিকৃত টাকা পাওয়া গেলে অডিটকে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ প্রাপ্ত লিজ মানি বাবদ অর্থ সরকারি তহবিলে জমা করা হয়নি বিধায় উহা আদায় করা আবশ্যক।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮/০২/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২২/৩/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৯/৬/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ৩,১০,২১,৩১৪/- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহতি করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২৩

শিরোনাম ঃ বাজার মূল্য যাচাই না করেই অস্বাভাবিক উচ্চ রেইটে ক্রয় চুক্তি সম্পাদন করায় ১২,৪৩,২০৭/- টাকা সরকারের ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- এজিই(আর্মি), রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টের ২০১০-২০১১ সালের হিসাব ১৩-২-২০১২ হতে ০৬-৩-২০১২ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় ই/এম উপ-বিভাগের চুক্তিপত্র নং-সিইএ/৭৭ অব ২০১০-১১,ভাউচার নং ৩০/৪১৮ তাং-১৬/৫/১১,সিবিআই নং-৪৩ তাং-৩১/৫/১১,মূসক-১১ চালান ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, দাপ্তরিক প্রাক্কলন তৈরীর সময় বাজার মূল্য যাচাই করা হয়নি এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ও ঠিকাদারের কোটেড রেইট বাজার মূল্যের সাথে যাচাই করা হয়নি। যার বিবরণ নিম্নরুপ ঃ

  এজিই(আর্মি), রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টঃ এর ওয়ার্ক অর্ডার নং-০১ তারিখ ২৫-০৪-২০১১ খ্রিঃ।

ক্র/নং	বিবরণ	চুক্তিবদ্ধ সংখ্যা (পিস)	কোটেড/চুক্তিবদ্ধ রেইট (প্রতি পিস)	মূসক-১১ চালানের রেইট/বাজার মূল্য (প্রতি পিস)	বাজার মূল্যের অতিরিক্ত	সবরবরাহকৃত সংখ্যা (পিস)	মোট অতিঃ ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬(৪-৫)	৭	৮(৬*৭)
১	CFL ল্যাম্প ১৪ ওয়াট	৩০০	১৩৫ টাকা	৫১.৭৫ টাকা	৮৩.২৫ টাকা	১২০০	৯৯,৯০০.০০
২	ঐ ১৫ ওয়াট	৩৫০	১৩৫ টাকা	৫১.৭৫ টাকা	৮৩.২৫ টাকা	১৫০০	১,২৪,৮৭৫.০০
৩	ঐ ১৮ ওয়াট	২০০	১৪৫ টাকা	৫১.৭৫ টাকা	৯৩.২৫ টাকা	৯০০	৮৩,৯২৫.০০
৪	ঐ ২০ ওয়াট	৩০০	১৪৫ টাকা	৫১.৭৫ টাকা	৯৩.২৫ টাকা	১২০০	১,১১,৯০০.০০
৫	ঐ ২৩ ওয়াট	৪৫০	১৫৮ টাকা	৫৭.৫০ টাকা	১০০.৫০ টাকা	১৮০০	১,৮০,৯০০.০০
৬	ঐ ২৫ ওয়াট	৩০০	১৫৮ টাকা	৫৭.৫০ টাকা	১০০.৫০ টাকা	১২০০	১,২০,৬০০.০০
৭	ঐ ৩০ ওয়াট	১৫০	১৭০ টাকা	৫৭.৫০ টাকা	১১২.৫০ টাকা	৬০০	৬৭,৫০০.০০
৮	ঐ ৬৫ ওয়াট	১৫	৬০০ টাকা	৯২.০০ টাকা	৫০৮.০০ টাকা	৬০	৩০,৪৮০.০০
							৮,২০,০৮০.০০

- তাছাড়া ০১টি পেভিএ ব্যাপাসিটি এনার্জিপ্যাক ব্রান্ড পাওয়ার ট্রান্সফর্মার সরবরাহ ও স্থাপনের নিমিত্ত ৫,৬৩,৭০০/- টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন নেয়া হয় এবং কোটেড রেইট ৫,৫৮,৭০০/- টাকায় চুক্তি সম্পাদিত হয়। অথচ ঠিকাদারের নামে ০৪/১১/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ইস্যুকৃত মূসক-১১ চালানপত্রে পরিবহণ ভাড়াসহ ট্রান্সফর্মারটির সরবরাহ মূল্য ১,০৯,২২৫/- টাকা উল্লেখ করা হয়। যার স্থাপন ব্যয়সহ রেইট দাড়ায় পরিশিষ্ট ''থ'' মোতাবেক ১,৩৫,৫৭৩/- টাকা। ফলে বর্ণিত কাজে সরকারের (৫,৫৮,৭০০-১,৩৫,৫৭৩)=৪,২৩,১২৭/- টাকা ক্ষতি হয়েছে। এক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত ছকে বর্ণিত বিবরণ ও ট্রান্সফর্মারের সরবরাহ মূল্য বাবদ সর্বমোট সরকারের (৮,২০,০৮০+৪,২৩,১২৭)=১২,৪৩,২০৭/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

- পিপিআর -২০০৮ বিধি-১৬(৫)মোতাবেক বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় [official cost estimate] বাজার মূল্যের ভিত্তিতে হাল নাগাদ করার আবশ্যকতা থাকলেও তা করা হয়নি। ফলে আপত্তিকৃত টাকা আদায় আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- চুক্তিটি সিএমইএস (আর্মি) সাভার কর্তৃক ওপেন টেন্ডার মেথড এ সর্বনিম্ন দরদাতার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে । মূসক চালানে উল্লিখিত মূল্য কোন জরুরি বিষয় নয়, বরং সর্বনিম্ন দর মূল্যায়নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। বিধি মোতাবেক বাৎসরিক ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় বাজার মূল্য যাচাইপূর্বক হালনাগাদ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। ফলে আপত্তিকৃত ১২,৪৩,২০৭/- টাকা আদায়যোগ্য।

- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৭/৫/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২৮/৬/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ১২,৪৩,২০৭/- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহতি করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২৪

শিরোনাম ঃ সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত বিল্ডিং মেরামত/সংস্কার করায় সরকারের ২১,৬৯,০১৬/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ১৪৩ ফিল্ড ওয়ার্কশপ কোঃ ই এম ই চট্রগ্রাম সেনানিবাস, চট্রগ্রাম এর ২০০৭-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব ২৫-১০-২০১১ হতে ০৩-১১-২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ড় সময়ে নিরীক্ষা করা হয় । নিরীক্ষায় হিসাব শাখার পাবলিক ক্যাশ বুক, বিল ভাউচার ও অন্যান্য কাগজ পত্রাদি নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে বিভিন্ন পিভির মাধ্যমে ১৮ ফিল্ড এ্যাম্বুলেন্স এলাকায় পরিত্যক্ত বিল্ডিং নং-৩৯ এবং ৪০ মেরামত/সংস্কার এবং নির্মান করে নবরূপা ফলোয়ার্স বাসস্থান রূপান্তর করা হয়। এমইএস কর্তৃক নির্মিত বিল্ডিংটি সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষণা করার পর পুনরায় পরিত্যক্ত বিল্ডিং এর বিপরীতে নির্মাণ/সংস্কার করার কোন যৌক্তিকতা নেই। পরিত্যক্ত বিল্ডিংটি সংস্কার দেখিয়ে নিয়ম বহির্ভূতভাবে সরকারের ২১,৬৯,০১৬/- টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।

- এমইএস কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষণার পর পুনরায় বিল্ডিং সংস্কার/ মেরামত করায় সরকারের ২১,৬৯,০১৬/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ষ্টেশন হেঃ কোঃ, চট্টগ্রাম এর নির্দেশ মোতাবেক কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এমইএস কর্তৃক নির্মিত বিল্ডিংটি সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত ঘোষণা করার পর পুনরায় ঐ বিল্ডিং এর বিপরীতে মেরামত নির্মাণ ও সংস্কার করার কোন অবকাশ নাই।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উলে-খ করে ১৮/৩/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২৩/৪/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৯/৭/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিস্পত্তিমূলক জবাব/মন্ড়ব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ২১,৬৯,০১৬/- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহতি করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-২৫

শিরোনাম ঃ চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও মেশিনারি ও স্পেয়ার পার্টস ক্রয় করায় ক্ষতি ৯০,৩৭,৫৩১/- টাকা।

বিবরণ ঃ

অনুচ্ছেদ নং-২৫

শিরোনাম ঃ চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও মেশিনারি ও স্পেয়ার পার্টস ক্রয় করায় ক্ষতি ৯০,৩৭,৫৩১/- টাকা।

বিবরণ ঃ

- এন এস ডি, নিউমুরিং চট্টগ্রাম এর ২০০৯-২০১১ বছরের হিসাব ১৪-১১-২০১১ হতে ২৮-১১-২০১১ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষায় এম ও এস জি (MOSG) গ্রুপের স্পেয়ার পার্টস ও মেশিনারিজ এর স্টক লেজার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্র যাচাই করা হয়।
- যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মালয়েশিয়া, চীন ও যুগোশ্লোভিয়া (তৎকালীন) ইত্যাদি দেশসমূহ হতে স্পেয়ার পার্টস ও মেশিনারিজ ক্রয়/সংগ্রহ করে ১৫-২০ বছর পর্যন্ত কোন ব্যবহার না করে এনএসডি কর্তৃক কেজি দরে অকশন/নিলাম দেওয়ার উদ্যোগ নেয়া হযেছে।
- স্পেয়ার পার্টস/মেশিনারির ক্রয় বা সংগ্রহের তারিখ ও সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) ২২/৮/১৯৮৫ ইং তারিখে ইন্ডিয়া থেকে ৫০২ টি লাইন আইটেম

(২) ৯/১২/৮৬ ইং তারিখে যুগোশ্লোভিয়া থেকে ৫২৯ টি লাইন আইটেম ও

(৩) ১৬/৮/৯৭ ইং তারিখে মালোয়েশিয়া থেকে ১২৬ টি

অর্থাৎ মোট ১১৫৭ টি লাইন আইটেম যার ক্রয় মূল্য ৯০,৩৭,৫৩১/- টাকা।

- ১৯৮৫,১৯৮৬ ও ১৯৯৭ সনে যথাক্রমে ৫০২, ৫২৯ ও ১২৪ সর্বমোট ১১৫৭ টি লাইন আইটেম (স্পেয়ার পার্টস) ক্রয়/সংগ্রহ করে দীর্ঘকাল পর্যন্ত জাহাজের ইঞ্জিনে ঐ সকল লাইন আইটেম ব্যবহার না করায় প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তবে উক্ত স্পেয়ার পার্টস এর কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। অর্থাৎ প্রকৃত চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও উক্ত স্পেয়ার পার্টস ক্রয়/সংগ্রহ করে দীর্ঘ দিন অব্যবহৃত রেখে obsolete ঘোষনার মাধ্যমে স্ক্রাপ আয়রন হিসাবে নিলামে বিক্রির উদ্যোগ নেয়ায় সরকারের ৯০,৩৭,৫৩১/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আলোচনাকালে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানান যে, বাঃনৌঃজাঃ কর্নফুলি'র জন্য ১৯৮৬ সনে যুগোশ্লোভিয়া থেকে ৫২৯টি লাইন আইটেম, মালয়েশিয়া থেকে ১৯৯৭ সনে ১২৬ টি লাইন আইটেম এবং ইন্ডিয়ার প্রস্তুত বাঃনৌঃজাঃ মেঘনা/যমুনা র জন্য ১৯৮৫ সনে ৫০২ টি লাইন আইটেম মোট ১১৫৭ টি লাইন আইটেম ইঞ্জিন- obsolete হওয়ায় নৌ সদর পত্র নং টি এস/৪৩১১৫/২০৯৯ তাং ২৫/৫/১১ এর মাধ্যমে obsolete ঘোষনা করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ বাস্তব চাহিদা ছাড়াই ৯০,৩৭,৫৩১/- টাকা স্পেয়ার পার্টস ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে এবং জাহাজের ইঞ্জিনে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ব্যবহার না করে obsolete ঘোষণা করে স্ক্রাপ আয়রন হিসেবে নিলামে বিক্রি উদ্যোগ গ্রহণ করায় সরকারি অর্থ ক্ষতি/অপচয় করা হয়েছে।
- সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১১/৩/২০১২খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১৬/৫/২০১২খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০১/৮/২০১২খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ আপত্তিকৃত টাকা ৯০,৩৭,৫৩১/- সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে অবহতি করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

ঢাকা ২৭/১১/১৪২১ বঙ্গাব্দ

তারিখ ঃ ১১/০৩/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

মোঃ গোলাম মোস্তফা
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর